Department of Patents, Designs and Trade Marks

THE GEOGRAPHICAL INDICATION (GI) JOURNAL

January, 2018

GI Journal No. 03

Published on:

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি

১। আবেদনপত্রঃ

(১) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফি সহ এক শ্রেণির পণ্যের জন্য (জি.আই ফরম-০১) এক এবং একাধিক শ্রেণির পণ্যের জন্য জি.আই ফরম-০২ এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেকটি আবেদনপত্র আবেদনকারী তারিখ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) প্রতিটি আবেদনপত্রের তিন কপির সহিত অতিরিক্ত পাঁচ কপি প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি আবেদনেরপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের পাঁচটি নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

২। ফিঃ

(১) ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে তফসিল-০১ এ উল্লিখিত ফি অনুসারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) ফি রেজিস্ট্রার বরাবর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের জন্য ফি প্রদেয়, সেই ক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতিরেকে বা অপর্যাপ্ত ফি পরিশোধ করা হইলে, উক্তরূপ দলিলাদি বিধিসম্মতভাবে দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩। ভাষাঃ

(১) সকল আবেদনপত্র বাংলা অথবা ইংরেজী ভাষায় লিখিত হইতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের কাগজ ও কালী পাঠযোগ্য, টেকসই, স্থায়ী প্রকৃতির ও উন্নতমানের হইতে হইবে।

৪। আবেদনপত্রে স্বাক্ষরঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধিনের আবেদনপত্র এবং অন্যান্য দলিল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথাঃ-

(ক) ব্যক্তিসংঘ বা উৎপাদনকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ;

(খ) কোন কর্পোরেট বডি, আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, উক্তরুপ বডি বা সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা সচিব অথবা প্রধান কর্মকর্তা ;

(২) স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরের নিম্নে-

(ক) তাহার পদবি বা পদমর্যাদা ; এবং

(খ) বাংলা বর্ণে অথবা বড় হাতের ইংরেজি বর্ণে, তাহার পূর্ণাঙ্গ নাম ; স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। আবেদনপত্রে ব্যবহারকারীর বিবৃতিঃ

কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অথবা পণ্যের বৈধ ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে পণ্যটি কোন সময়কাল হইতে কাহার দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি বিবরণী থাকিতে হইবে।

৬। আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদিঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত একটি বিবৃতি-

(অ) পণ্যটি উৎপাদিত হইবার সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকা ;

(আ) উক্ত অঞ্চল, ভূখন্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকায় উৎপাদিত হইবার ফলে পণ্যটিতে নিহিত সুনাম, গুণাগুণ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ;

(ই) উক্ত অঞ্চল, ভূখন্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকা সম্পর্কিত বিশেষ ভৌগোলিক আবহাওয়া, সহজাত প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়াদি যাহা পণ্যটিকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে; এবং

(ঈ) উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎস ;

(খ) যে শ্রেণির পণ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক প্রযোজ্য হইবে উহার নাম ;

(গ) পণ্য উৎপাদনকারী দেশের নির্দিষ্ট যে অঞ্চল, ভূখন্ড বা এলাকায় পণ্যটি উৎপাদিত হয় উহার মানচিত্র ;

(ঘ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহকে নির্দেশ করে এমন কোন শব্দ বা চিহ্ন ;

(ঙ) নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির উৎপাদনকারীগণ সম্পর্কিত বিবরণ ;

(চ) আবেদনকারী কিভাবে আইনের অধীন গঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসংঘ, উৎপাদনকারীগণের সংগঠন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎমর্মে একটি হলফনামা ;

(ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কোন বিশেষ "স্ট্যান্ডার্ড বেঞ্চমার্ক" অথবা উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কিত "শিল্প মানদন্ড" থাকিলে তৎসম্পর্কিত দলিলাদি ;

(জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মান, গুণাগুণ, মানের ধারাবাহিকতা বা বিশেষত্ব বজায় রাখিবার বা নিশ্চিৎকরণের জন্য পণ্যটির উৎপাদনকারী, কারিগর বা প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রয়োগকৃত পদ্ধতি (mechanism) সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ঝ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট অঞ্চল, ভূখন্ড বা এলাকার মানচিত্রের (মানচিত্র প্রকাশকের পদবি, নাম ও ইস্যুর তারিখ উল্লেখক্রমে) তিনটি প্রত্যায়িত কপি ;

(ঞ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট বিশেষ মানবিক দক্ষতা, ভৌগোলিক জলবায়ুর অনন্যতা অথবা অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ট) সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারীগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিসংঘ, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ;

(ঠ) আবেদনে উল্লিখিত অঞ্চল, ভূখন্ড বা এলাকায় সংশ্লিষ্ট পণ্যটির ক্ষেত্রে আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকিলে উহার বিবরণ ; এবং

(ঙ) আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইতোমধ্যে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সমনামীয় হইলে, আবেদনাধীন পণ্য ও ইতোমধ্যে নিবন্ধিত পণ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ, এবং প্রতারণা বা ভোক্তাগণের বিভ্রান্তি রোধে গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ।

৭। কনভেনশনভুক্ত ব্যবস্থার অধীন আবেদনঃ

(১) কনভেনশনভুক্ত কোন রাষ্ট্রের একজন আবেদনকারী কর্তৃক কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইলে উক্তরূপ আবেদনপত্রের সহিত কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অফিস যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত সনদপত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিস্তারিত বিবরণসহ আবেদনপত্রটি দাখিলের তারিখ, রাষ্ট্রের নাম, কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে পণ্যটি প্রথম নিবন্ধনের তারিখ এবং রেজিস্ট্রার কর্তৃক চাহিত অন্যান্য বিষয়াদির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে নিবন্ধনের আবেদন করিবার সময় উক্তরূপ সনদ উপস্থাপন না করা হয়, সেইক্ষেত্রে আবেদন করিবার ২(দুই) মাসের মধ্যে রেজিস্ট্রারের সন্তুষ্টি অনুযায়ী আবেদনটি পেশ করিবার তারিখ, উহার রাষ্ট্রের নাম, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিবরণ, আবেদনপত্রে উল্লিখিত শ্রেণি এবং পণ্য সম্বলিত তথ্যাদি প্রত্যয়ন ও সত্যায়নপূর্বক পেশ করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রটি একই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য এবং আবেদনপত্রের অধীন সকল অথবা আংশিক পণ্যের জন্য কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে আবেদনকারীর প্রথম আবেদন হইতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র হইতে এক বা একাধিক শ্রেণির ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য একটিমাত্র আবেদনপত্র দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদন নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

৮। আবেদনপ্রত্রের প্রাপ্তি স্বীকারঃ

(১) আবেদনপত্রের নম্বর ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম উল্লেখপূর্বক রেজিস্ট্রার প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করিবেন।

৯। যোগাযোগের ঠিকানাঃ

প্রতিটি আবেদনপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় দাখিল করিতে হইবে:

রেজিস্ট্রার
পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
বাংলাদেশ
ফোনঃ ৮৮-০২-৯৫৬০৬৯৬
ফ্যাক্সঃ ৮৮-০২-৯৫৫৬৫৫৬
ই-মেইলঃ registrar@dpdt.gov
Web: www.dpdt.gov.bd

ভৌগোলিক নির্দেশক আবেদন নং-০৩
আবেদনের তারিখ: ০২-০২-২০১৭ খ্রি:

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর, কর্তৃক আবেদনকৃত আবেদন নং- ৩ এর অধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য "খিরসাপাত জাতের আম" যা শ্রেণি ৩১ এ অন্তর্ভুক্ত, তা নিবন্ধনের জন্য ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ অনুসারে জার্নালে প্রকাশ করা হলো।

আবেদনকারী : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

ঠিকানাঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর

ভৌগোলিক নির্দেশক: চাঁপাইনবাবগঞ্জের খিরসাপাত আম

শ্রেণিঃ ৩১

ক) আবেদনকারীর নামঃ ড. মোঃ হামিম রেজা, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা।

খ) ঠিকানাঃ আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

গ) ব্যক্তি/উৎপাদক/ ব্যক্তিবর্গ/সংগঠন/ উৎপাদকের সংগঠন/ সংস্থা/ কর্তৃপক্ষের তালিকাঃ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ৫ টি উপজেলার বড় আমচাষীদের তালিকা তৈরী করা হয়েছে (সংযুক্তি-১)। এই জেলার প্রায় সর্বত্রই এই জাতটির বাণিজ্যিক চাষাবাদ হচ্ছে। সুতরাং পরবর্তীতে চাহিদানুযায়ী আরও আমচাষী তালিকায় সংযোজন হতে পারে।

ঘ) প্রকারঃ এক প্রকার (তাজা ফল) ।

ঙ) স্পেসিফিকেশনঃ

ফল মাঝারি আকারের এবং অনেকটা ডিম্বাকৃতির। ফলটি গড়ে লম্বায় ৮.৬ সেঃমিঃ, পাশে ৭.৫ সেঃমি, উচ্চতায় ৬.০ সেঃমিঃ এবং গড়ে ওজন ২৬৩.৯ গ্রাম হয়। পাকা ফলের ত্বকের রং সামান্য হলদে এবং শাঁসের রং হলুদাভ। শাঁস আঁশবিহীন, রসাল, গন্ধ আকর্ষণীয় ও বেশ মিষ্টি। গড় মিষ্টতা ২৩%। ফলের খোসা সামান্য মোটা ও শক্ত এবং আঁটি পাতলা। আঁটি গড়ে লম্বায় ৭.০ সেঃমিঃ, পাশে ৪.০ সেঃমিঃ, পুরুত্ব ২.০ সেঃমিঃ এবং গড় ওজনে ৪০.০ গ্রাম হয়ে থাকে। ফলের গড় আহারোপযোগী অংশ শতকরা ৬৭.২ ভাগ।

চ) ভৌগোলিক নির্দেশক নামঃ "চাঁপাইনবাবগঞ্জের খিরসাপাত আম" ।

ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের বর্ণনাঃ

চাঁপাইনবাবগঞ্জের খিরসাপাত আম উৎকৃষ্ট জাতসমূহের মধ্যে একটি মধ্যম মৌসুমী এবং খুবই জনপ্রিয় বাণিজ্যিক জাত। ফল মাঝারি আকারের এবংঅনেকটা ডিম্বাকৃতির। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে এ ফল গড়ে লম্বায় ৮.৬ সেঃমিঃ, পাশে ৭.৫ সেঃমিঃ, উচ্চতায় ৬.০ সেঃমিঃ এবং গড়ে ওজন ২৬৩.৯ গ্রাম হয়। পাকা ফলের ত্বকের রং

সামান্য হলদে এবং শাঁসের রং হলুদাভ। শাঁস আঁশবিহীন, রসাল, গন্ধ আকর্ষণীয় ও বেশ মিষ্টি। গড় মিষ্টতা ২৩%। ফলের খোসা সামান্য মোটা ও শক্ত এবং আঁটি পাতলা। আঁটি গড়ে লম্বায় ৭.০ সেঃমিঃ, পাশে ৪.০ সেঃমিঃ, পুরুত্ব ২.০ সেঃমিঃ এবং গড় ওজনে ৪০.০ গ্রাম হয়ে থাকে। ফলের গড় আহারোপযোগী অংশ শতকরা ৬৭.২ ভাগ। জ্যৈষ্ঠ মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে আম পাকা শুরু করে। ফল পাড়ার পর পাকতে প্রায় ৫-৭ দিন সময় লাগে। ফলন খুবই ভাল তবে অনিয়মিত। ফল পরিপক্ক হতে (ফুল আসা থেকে) প্রায় চার মাস সময় লাগে। এ জাতের আমের পুরুষ ও উভলিঙ্গ ফুলের আনুপাতিক হার যথাক্রমে শতকরা ৯১.০ ও ৯.০ ভাগ।

এ জাতের গাছ ছড়ানো প্রকৃতির। উচ্চতা প্রায় ১০ থেকে ১১ মিটার। একান্তরক্রমিক ফল দেয়। পাতা মধ্যম আকৃতির এবং বল্লম আকৃতির। পাতার বোঁটা লম্বায় ৪-৫ সেঃমিঃ, পত্রফলক লম্বায় ২২-২৩ সেঃমিঃ এবং চওড়ায় ৫-৬ সেঃমিঃ ; কচি পাতার রং সবুজ এবং পাতার প্রান্তসূচালো। পুষ্পমঞ্জরি টার্মিনাল, আকৃতি পিরামিডাল, সাইজ বড়, দৈর্ঘ্যে ৩২ সেঃমিঃ, প্রস্থে ১৯ সেঃমিঃ, ফুল উভলিঙ্গ। চাঁপাইনবাবগঞ্জের খিরসাপাত আমের ডিএনএ সিকুয়েন্স ও অ্যামপ্লিফিকেশন এর ছবি নিম্নে সন্নিবেশিত করা হলোঃ

Sequencing of rDNA amplicon

Each fragment amplified from each variety was cut and purified using DNA purification kit (Beijing Sunbiotech Co., Ltd. Beijing, China) and send the sample for sequencing to the company (Beijing Sunbiotech Co. Ltd., Beijing, China).The sequence of commercial variety Khirsapat mango and GenBank accession numbers are given below ;

Khirsapat (KC793993)

GCCGGGCTGCAACGGCTACACATCCAAGGAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAA
TCCTGACACGGGGAGGTAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTCGAGCTTGGTAA
TTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGC
CAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAG
CTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGTCGACCGGTCCGCCTCGCGGTGTGCACCGGTCGGCT
CGTCCCTTCTGTCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGTCGTGCCTCCGGCGCT
GTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCTCAAAGCAAGCCTACGCTCTGTATACATTAGCATG
GGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTA
ACAGGGACAGTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATG
AAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGAACGAAAG
TTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCA
GGGATCAGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCTGGCACCTTATGAGAAATCAAAGTCTTT
GGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCA
CCACCAGGAGTGGAGCCTGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCC
AGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCAT
GGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCA
GCCTGCTAACTAGCTATGCGGAGGTGTACCCTTCGTGGCCAGCTTCTTAGAGGGACTATG
GCCGCTAGCCAAGGAAGTTAAGGCAATCCTTGGTTT

Amplification of DNA extracted from Khirsapat mango variety

The DNA of Khirsapat variety was extracted and amplification by UBC-840 ISSR primers and it was successfully amplified and produced three distinct bands (Fig.1)

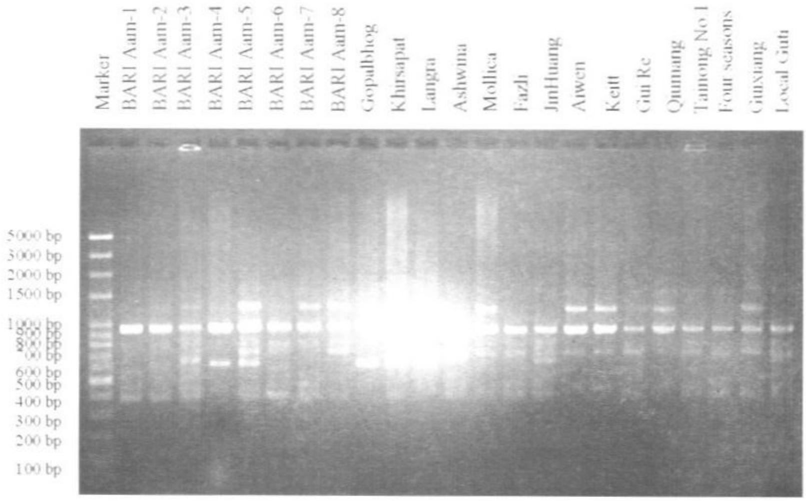

Fig. 1. Amplification profile of 23 mango cultivars or varieties employing UBC-840 primer. Five μl of amplification products of each mango variety was loaded on a 1.5% agarose gel, subjected to electrophoresis at 100 V for 48 min, and stained with ethidium bromide. Name on the top of the lanes represented varieties of mango. Each variety successfully amplified at different length by UBC-840 primer.

জ) উৎপাদনের ভৌগোলিক এলাকা এবং মানচিত্র ঃ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার পাঁচটি উপজেলায় এই জাতটি প্রচুর পরিমাণে বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদ হচ্ছে। তবে বেশি চাষাবাদ হয় এবং বড় আমচাষীদের চিহ্নিত করে মানচিত্রে দেখানো হয়েছে (সংযুক্তি-৩)। বাংলাদেশ ও ভারতের সীমানা পুনঃনির্ধারণ হলে অনেক আমবাগান চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে এই জেলাতে বিভিন্ন জাতের আমের সমাহার ঘটে। বাংলাদেশের ঐতিহাসিক আম বাগানের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার কানসাট একটি বিরাট ঐতিহাসিক আম বাগান রয়েছে। এটির আয়তন দুইশ বিঘা এবং বাগানটির বয়স দুইশ বছর। প্রকাশ থাকে যে, ময়মনসিংহের মহারাজা সুতাংশ কুমার আচার্য বাহাদুর ব্রিটিশ যুগে এ আম বাগান গড়ে তোলেন। তিনি এখানে এসে কানসাটের কাচারি বাড়িতে থাকতেন এবং তাঁর বাগান দেখাশুনা করতেন। তাছাড়া আরো একটি ঐতিহাসিক আম বাগান চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার মনাকশায় রয়েছে। এটি চৌধুরীদের আম বাগান নামে খ্যাত। এটির আয়তন ৩৫ বিঘা এবং ১৫০ বছরের পুরাতন আম বাগান। এটির মনাকশার জমিদার শাহ মোহাম্মদ চৌধুরী তৈরি করেন এবং দেখাশুনা করেন। উল্লেখিত ঐতিহাসিক আম বাগান দুটিতে খিরসাপাতসহ আরো উৎকৃষ্ট জাতের আমের চাষাবাদ হতো।

ঝ) উৎসের প্রমাণ [ঐতিহাসিক দলিলাদি] ঃ

প্রায় দুইশ বছরের প্রাচীন লোকসংগীত আলকাপ গান। চাঁপাইনবাবগঞ্জের আলকাপ গান এখন টিকে আছে তার অনন্য বৈশিষ্ট্যর কারণে। আলকাপ গানে সমসাময়িক বিষয়গুলো তুলে ধরা হয় বস্তুনিষ্ঠভাবে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিশিষ্ট আলকাপ সরকার (১৯৩৫-২০০৪) অসংখ্য গান গেয়েছেন বিভিন্ন অঞ্চলে। তাঁর সংগৃহীত আলকাপ গানের বন্দনা ছড়ায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের আমের ঐতিহ্যের কথা জানা যায়। ১৯৫৫ সালে তিনি আম বিষয়ক একটি বন্দনা ছড়া সংগ্রহ করে আসরে পরিবেশন করেন (............এবার বড় বাগানে চলো......... সেখানে খিরসা আম ভালো) (কপি সংযুক্ত-৪)। বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর রাজশাহীতে আমের বিষয়ে বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, আমই হলো নওয়াবগঞ্জ জেলার অধিবাসিদের প্রধান অর্থকরী ফসল (কপি সংযুক্ত-৫)। পরবর্তীতে মাহবুব সিদ্দিকী তাঁর আম গ্রন্থে পাতা নং-১০০ (কপি সংযুক্ত-৬) এবং সাব্বির আহমেদ তাঁর প্রকাশিত জাতীয় বৃক্ষ আমগাছ গ্রন্থে আমের ইতিহাস ও ঐতিহ্যর কথা তুলে ধরেছেন পাতা নং-৫৪ (কপি সংযুক্ত-৭)। এই সমস্ত তথ্যসমূহ প্রমাণ করে আম এই অঞ্চলে দীর্ঘদিন যাবৎ এই এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদ হয়ে আসছে।

ঞ) উৎপাদনের পদ্ধতি:

ভৌগোলিক বিচারে বাংলাদেশের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ায়, ভারত ও মায়ানমারের মাঝখানে। বাংলাদেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। এ দেশের বৃষ্টিপাতের মাত্রা ১৫০০-২০০০ মিলিমিটার। বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা ২৫° সেলসিয়াস। বাংলাদেশের আবহাওয়া আম বাগান তৈরি ও আম উৎপাদনের উপযোগী। এ কারণে বাংলাদেশে আম বাগান গড়ে উঠেছে। আম বাগান তৈরির জন্য জমি প্রথমে চাষ দিয়ে ভালভাবে তৈরি করে নিতে হয়। পরে নক্সা অনুযায়ী জনপ্রিয় বর্গাকার পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট জায়গায় আমের চারা রোপণ করা হয়। বর্ষার শুরুতে অর্থাৎ আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে আম গাছ রোপণের উপযুক্ত সময়। অতিরিক্ত বর্ষার সময় চারা রোপণ না করাই ভাল। রোপণের আগে ১×১×১ মিটার বিশিষ্ট গর্ত করে গর্তের উপরের অর্ধেক মাটি এক পাশে এবং নিচের অর্ধেক মাটি অপর পাশে রাখতে হবে। গর্ত করার পর ১০-১৫ দিন গর্ত রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। গর্ত ভরাট করার সময় উপরের মাটির সাথে ১০ কেজি গোবর সার, ৫০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমপি, ২৫০ গ্রাম জিপসাম ও ৫০ গ্রাম জিঙ্ক সালফেট ভালভাবে মিশিয়ে, মিশ্রিত মাটি নিচে এবং নিচের মাটি উপরে দিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। গর্ত ভরাটের ১০-১৫ দিন পর গর্তের মাঝখানে চারাটি সোজাভাবে লাগিয়ে চারিদিকে মাটি দিয়ে চাপ দিতে হবে। রোপণের পরে গাছে সেচ দিতে হবে এবং গাছটি একটি শক্ত খুঁটি দ্বারা বেঁধে দিতে হবে। চারাটির বয়স ২-৩ বছর হলে এবং চারার গোড়া থেকে নতুন ডালপালা গজালে তা কেটে ফেলতে হবে। গাছের দৈহিক বিকৃতি দেখা দিলে তা কেটে ফেলতে হবে এবং পাতাকাটা উইভিল কচি পাতা কেটে ফেললে কার্বারিল গ্রুপের সেভিন ২ গ্রাম/ লিটার পানিতে দিয়ে স্প্রে দ্বারা আক্রমণ প্রতিহত করতে হবে। গাছটির বয়স ৪-৫ বছর হলে গাছে আম ধরাতে হবে ফলন্ত গাছের পরগাছা, শুকনা ডাল, রোগাক্রান্ত ডালপালা ছাঁটাই করতে হবে। বছরে দুইবার আম গাছে সার প্রয়োগ করতে হবে (সারের মাত্রা সংযুক্তি-৮)। বর্ষার শুরুতে একবার এবং বর্ষার পরে আর একবার সার প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের পরে প্রয়োজনীয় সেচ প্রদান করতে হবে। আম গাছে পুষ্পমঞ্জরি বের হয়েছে কিন্তু ফুল ফোটেনি এবং আম মটর দানার মত হলে এই দুই অবস্থায় সেচ প্রদান করতে হবে। আম গাছে প্রধান পোকার মধ্যে আমের ফলছিদ্রকারী এবং মাছি পোকা অন্যতম। এই গুলিকে অনুমোদিত মাত্রার কীটনাশক প্রয়োগ করে এবং ব্যাগিং পদ্ধতিতে দমন করা যায়। আমের রোগের মধ্যে এ্যানথ্রাকনোজ ও বোঁটা পচা রোগ অন্যতম। এইগুলিকে অনুমোদিত মাত্রায় ছত্রাকনাশক এবং গরম পানিতে আম শোধনের মাধ্যমে দমন করা যায়।

অনন্য বৈশিষ্ট্যঃ

চাঁপাইনবাবগঞ্জের খিরসাপাত আমের পাল্প দৃঢ় হওয়ায় পরিপক্ব আম বিভিন্ন ডিজাইন করে কেটে খাওয়া যায়। এ জাতের আমের আঁটিতে কোন আঁশ নেই এবং খেতে খুবই সুমিষ্ট। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাটি কৃষি পরিবেশিক অঞ্চল ১১ এর উচ্চ গঙ্গা নদী প্লাবন ভূমির অন্তর্ভুক্ত। তাই ভালোমানের খিরসাপাত আম উৎপাদনকারী এলাকার জন্য মাটির পিএইচ ৬.৫-৭.৫ প্রয়োজন, যা উক্ত এলাকায় রয়েছে। এছাড়াও এই অঞ্চলের আবহাওয়া আমের গুণগত মানকে প্রভাবিত করে। সাধারণতঃ দেখা যায়, আমগাছে মুকুল আসার সময়ে আবহাওয়া শুষ্ক ও ঠান্ডা এবং আমের বৃদ্ধি ও পরিপক্বতার সময়ে শুষ্ক ও গরম (২৮-৩৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) থাকে ফলে আমের ফলন ও মান উভয়ই ভালো হয়। আমের মুকুল আসার সময় বা মুকুল বের হওয়ার পর বৃষ্টিপাত হলে বিভিন্ন রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ হতে পারে এবং আমের বৃদ্ধি ও পরিপক্বতার সময়ে বেশি বৃষ্টি হলে আমের গুণগতমান খারাপ হয়। এদেশের অন্য জেলাগুলোতে আম উৎপাদন হলেও মাটি ও আবহাওয়ার পার্থক্যের কারণে চাঁপাইনবাবগঞ্জের খিরসাপাতের মতো খিরসাপাত আম উৎপাদন সম্ভব নয়।

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের ব্যবহারকালঃ

১৯৫৫ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়।

ছবিতে খিরসাপাত আম ঃ

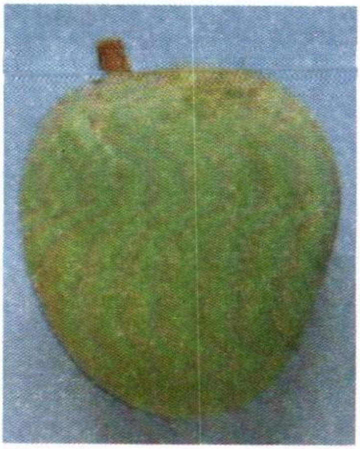

চিত্র ঃ ১ : অপরিপক্ব আম।

চিত্র ঃ ২ : পরিপক্ব আম।

চিত্র ঃ ৩ : কাটা অবস্থায় আম এবং আঁটিতে ছবি।

চিত্র ঃ ৪: ব্যাগিং প্রযুক্তিতে উৎপাদিত অপরিপক্ক আম।

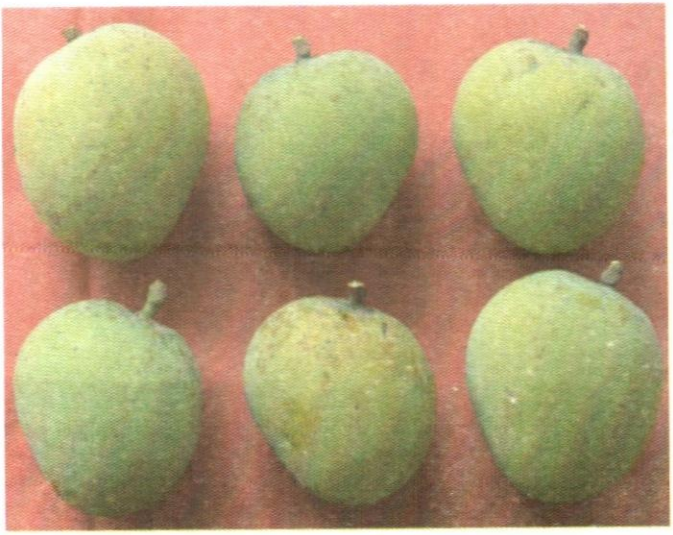

চিত্র ঃ ৫: ব্যাগিং প্রযুক্তিতে উৎপাদিত পরিপক্ক আম।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের খিরসাপাত আম উৎপাদনের এলাকা মানচিত্রে দেখানো হলঃ

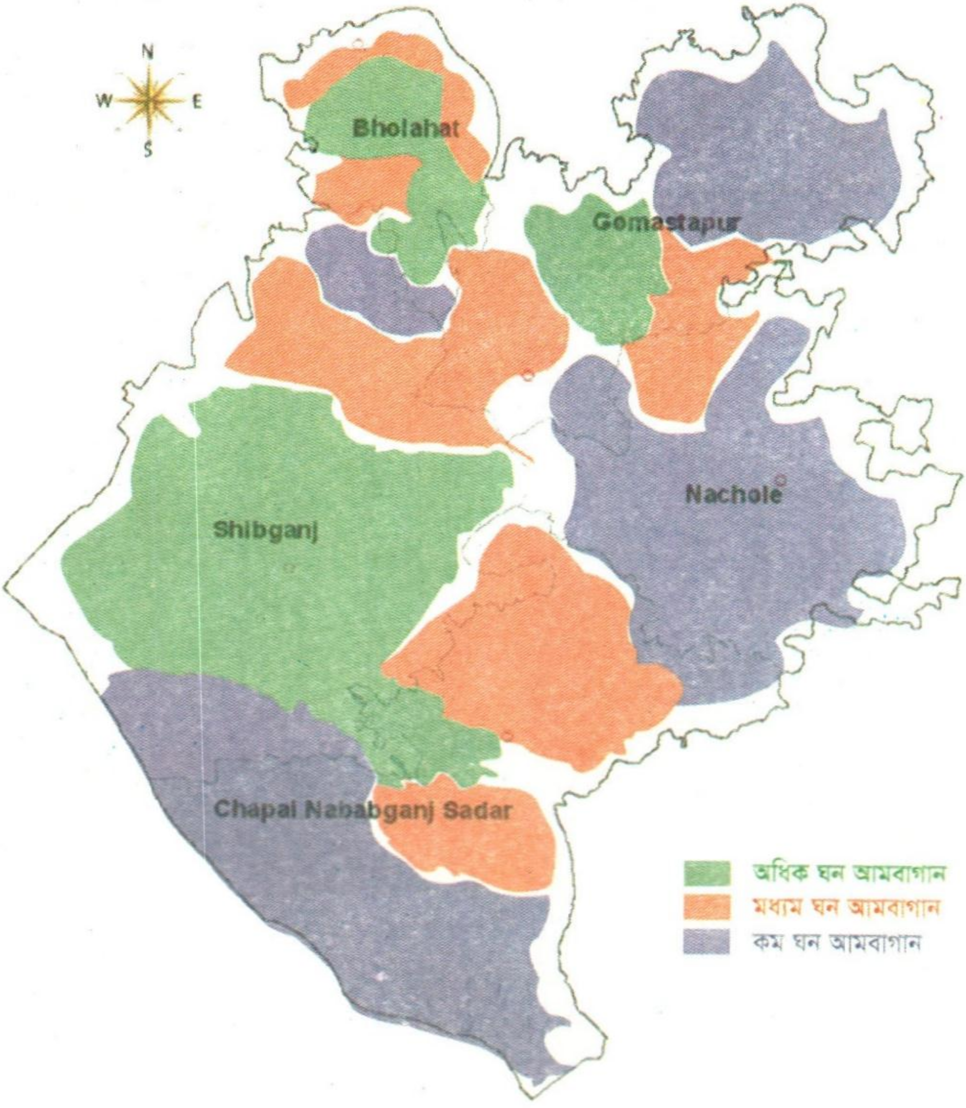

পরিদর্শন কর্তৃপক্ষঃ

ফল গবেষণা কেন্দ্র, বিনোদপুর, রাজশাহী। এই প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন যাবৎ আমসহ অন্যান্য ফল নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

অন্যান্যঃ

একান্তরক্রমিক ফল ধারণ অর্থাৎ এই জাতটিতে এক বছর প্রচুর ফল আসে এবং পরের বছর অত্যন্ত কম পরিমাণে ফল ধরে।

LIST OF AGENTS

1. Messrs Book Syndicate,
157, Government New Market, Dhaka.

2. Messrs Warshi Book Corporation,
14, Bangabandhu Avenue, Dhaka.

3. Bangladesh Co-operative Book Society,
150, Government New Market, Dhaka.

4. Messrs K.R. & Co.,
73, Abul Hassnat Road, Dhaka.

5. Bangladesh Subscription Service,
64, Purana Paltan, Dhaka.

6. Messrs Mohiuddin & Sons,
143, Government New Market, Dhaka.

7. Messrs Hasanat Library,
4, N. S. Road, Kushtia.

8. Messrs Current Book Stall,
Jessore Road, Khulna.

9. Messrs Current Book Mohal,
Jalsa Cinema, Jubilee Road, Chittagong.

10. Messrs Khoshroj Kitab Mohal,
15, Bangla Bazar, Dhaka.

11. Messrs New Front Bipani Bitan,
New Market, Chittagong.

For official use only

Printed by: Md. Asaduzzaman, Deputy Director,
Government Printing Press, Tejgaon, Dhaka.
Published by: Md. Sarwar Hossain, Deputy Director,
Bangladesh Forms and Publication Office, Tejgaon, Dhaka.